স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৭১ ইং 30th Sept. 1964 | ২০শ সংখ্যা

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

শ্রী অরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

পশ্চিমবঙ্গে
পঞ্চায়েতী রাজ

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আজ আমরা আমাদের এক অতি পুরোন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে চলেছি। ব্যবস্থাটি হল দেশের শাসন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ। এই বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হবে সমগ্র দেশে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে নতুন করে আমন্ত্রণ জানানো হলেও এ ব্যবস্থা এ দেশে নতুন কিছু নয়। অতীতে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপরেই দায়িত্ব ন্যস্ত হ'ত এবং এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে যেত গ্রাম পঞ্চায়েত। স্বাধীনতা লাভের আগে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীন ভারতের যে ভাবী চিত্রটি অনবরত দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন তাতে এই পঞ্চায়েতী-রাজের এক গৌরবময় ভূমিকা থাকত। গান্ধীজী বলেছিলেন—'ভারতের সত্যকার গণতন্ত্রের একম্ হচ্ছে গ্রাম।' একটি গ্রামও যদি পঞ্চায়েতরাজ বা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হলে কারও ক্ষমতা নেই তাকে বাধা দেবার। জন বিশেক লোক কেন্দ্রে বসে সত্যকার গণতন্ত্রকে রূপ দিতে পারেন না। নীচে থেকে প্রতিটি গ্রামের জনসাধারণকে দিয়ে একে মূর্ত করে তুলতে হবে।

মহাত্মাজীর তিরোধানের ঠিক ষোল বছর পরে গান্ধীজয়ন্তীর পুণ্য দিনটিতে সারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর ধ্যানের ভারত গঠনের প্রথম ধাপটি সম্পূর্ণ হ'তে চলেছে। পল্লী হ'ল ভারতবর্ষের হৃদয়—তাই পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি না হলে ভারতের অগ্রগতির পথ চিররুদ্ধ হ'য়ে যাবে একথা দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমাদের দেশ নেতারাও উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এজন্য সংবিধান রচয়িতারাও বিধান দিয়েছিলেন উপযুক্ত স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবার জন্য প্রতি রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত গ'ড়ে তোলার। তাছাড়া আমাদের সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমেও পল্লীবাসীদের সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস করা হয়েছে।

কিন্তু এত প্রয়াস সত্বেও এটা কয়েক বছর পর উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, পল্লী উন্নয়নের প্রয়াস আমাদের দেশে সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি। কী কী কারণে তা হয়নি এবং কিভাবে অগ্রসর হ'লে তা হ'ত সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৫৭ সালে সংসদ সদস্য শ্রীবলবন্ত রাও মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নানা রাজ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে বলা হয় আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে, শুধুমাত্র সমাজ উন্নয়ন বা জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা নয়, পল্লী উন্নয়নের যাবতীয় প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হ'তে চলেছে। সরকারী প্রকল্পগুলি রূপায়নের জন্য জনসহযোগ কামনা করা হলেও জনপ্রতিনিধিদের হাতে সরকারী ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেবার কথা ইতিপূর্বে কেউ কল্পনা করেন নি। ফলে গ্রামবাসীরাও গ্রামোন্নয়নের কাজে তেমন সহায়তা করেন নি। মেহতা কমিটি তাই সুপারিশ করেন যে, সুষ্ঠুভাবে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়নের জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রতি উন্নয়ন ব্লকে ব্লকে পঞ্চায়েত এবং জেলাগুলিতে জেলা পঞ্চায়েত গঠন করা দরকার—এবং এই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দরকার অঙ্গাঙ্গ সংযোগ রক্ষা। এই পঞ্চায়েতগুলিকে স্ব স্ব উন্নয়নক্ষেত্রে সমস্ত উন্নয়ন রাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া দরকার এবং এজন্য যা অর্থ ব্যয় হবে তার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বের দায়িত্ব থাকবে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে।

মেহতা কমিটির এই সুপারিশ অনুসরণ করেই জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ প্রতি রাজ্যে অনুরূপ তিন স্তরে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেন। জাতীয় নীতি হিসেবে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা গ্রহণের তাৎপর্য এই, এর ফলে এখন থেকে পঞ্চায়েতগুলি নিজ নিজ অধিকারেই নিজ নিজ এলাকার সর্বাংগীণ কল্যাণের পরিকল্পনা করবেন এবং সে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে যে অর্থ ব্যয় হবে তার ওপরেও পুরোপুরি কর্তৃত্ব করবেন। কোনও সরকারী বিভাগের পঞ্চায়েতের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা থাকবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজ করবার সব ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পঞ্চায়েতগুলির ওপর তাদের নিজস্ব অধিকার অনুযায়ীই বর্তাবে।

সারা দেশে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের নির্দেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে পঞ্চায়েতী-রাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। গ্রাম্য শাসনের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯১৯ সাল থেকে এখানে ইউনিয়ন-বোর্ড সন্তোষজনকভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে। এই কাজের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড সম্পূর্ণ অর্থ ট্যাক্স স্বরূপে আদায় করত

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। ভারতবর্ষে আর কোনও গ্রামীণ সংস্থার এ ধরণের কাজের নজীর নেই। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড এর মত একটি পুরোন সংস্থার কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে নতুন করে পঞ্চায়েত গঠন করাকে সরকার সমীচিন মনে করেন নি—অথচ ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রাম পঞ্চায়েতে রূপান্তরিত করলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয় এটাও অনুভব করা গিয়েছিল। সুতরাং রাজ্য সরকার এ রাজ্যের গ্রাম স্তরে ধীরে ধীরে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েত গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই দুই পঞ্চায়েত ঠিকভাবে গড়ে উঠলে ব্লক এবং জেলা পঞ্চায়েতও ঠিকভাবে চলবে বলে মনে করা হয়। ১৯৫৭ সালে পঞ্চায়েত আইন পাশ হওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে গ্রামপঞ্চায়েত ও আট থেকে দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে অঞ্চল পঞ্চায়েত স্থাপন করা হয়। গ্রামস্তরের পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা ভালো হওয়ায় ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্লক স্তরে আঞ্চলিক ও জিলা পরিষদ এই দুটি স্তরে পঞ্চায়েত গঠনে অগ্রসর হন।

পশ্চিমবঙ্গের এই বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক র'য়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ গ্রামবাসীদের জন্য চাষ আবাদ, পানীয় জল সরবরাহ, পথ ঘাটের সংস্কার, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি সব রকমের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং স্থানীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজ ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় করা, এলাকায় চৌকিদার ও দফাদারের ব্যবস্থা করা, ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় বিচারের জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করা, আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব হ'ল ব্লক এলাকার কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প, সমবায় আন্দোলন, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা, পথ ঘাটের উন্নতি, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ব্লক এলাকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানও আঞ্চলিক পরিষদের কর্ত্তব্য। আঞ্চলিক পরিষদ যথাসম্ভব অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করবে তবে যে প্রকল্পগুলো একাধিক অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত সেগুলির রূপায়নের পূর্ণ দায়িত্ব অঞ্চল পঞ্চায়েতের। জেলার কৃষি, কুটিরশিল্প, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ, রাস্তা নির্ম্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলা পরিষদের। জেলার সমগ্র উন্নয়নের কাজ মোটামুটি আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। আঞ্চলিক পরিষদগুলিকে তাদের কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা ও তাদের কাজের তত্ত্বাবধান করা জেলা পরিষদের মূল কাজ। তবে যে সব পরিকল্পনা দুই বা ততোধিক আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে সম্পর্কিত তার রূপায়নের দায়িত্ব জেলা পরিষদের। আঞ্চলিক পরিষদের বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদনের ভারও জেলা পরিষদের ওপর ন্যস্ত।

প্রতি জেলা ও উন্নয়ন ব্লকের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করে তোলার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার অধিকাংশই জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে পাবার অধিকারী।

মোটামুটি এই কাঠামোকে ভিত্তি ক'রে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হ'ল। আইনের সাহায্যে আজ যে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল গণতান্ত্রিক এই দেশের শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কাজ তাতেই সার্থক হবে একথা মনে করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আমরা যেমন গণতন্ত্রের পূর্ণ সার্থকতায় পৌছাতে পারি তেমনি এই মহান্ পরিকল্পনার প্রয়োগে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি দেখা দিলে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যর্থতাও অনিবার্য। সুতরাং পরিকল্পনাটির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন পঞ্চায়েত সংস্থাগুলো উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা এবং পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচিত বেসরকারী সভ্যগণকে এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্য করে তোলা। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়েও পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। আশা করা যায় সরকার এবং জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ক্রমশঃ জয়যাত্রার পথেই এগিয়ে চলবে।

মাছখাকীর খেদ

॥ সু—মো—দে ॥

পয়সা-অভাবে মাছ ছাড়িয়াছি
ধর্ম্মের তরে নয়,
ছয়-সাত টাকা মাছের কিলো যে
বাঁধা-দর অক্ষয়।

কী হোল জানিনা 'মাছের ট্রলার'
মাছখাকীদের দুঃখ অপার,
চড়াদামে খেতে নাহিক পয়সা
জেলে-জেলেনীর জয়!

'বৈষ্ণব' সাজি মৎস্য খাই না
আসল কারণ কিনিতে পারি না,
বাঙালী জাতির মাছভাত-নাড়ী
কুঁকড়ে শুকনো হয়,

পয়সা-অভাবে মাছ ছাড়িয়াছি
ধর্ম্মের তরে নয়!

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সচিব নিম্নে বর্ণিত রুটের প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া যাত্রীবাহী বাসের স্থায়ী পারমিটের জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। দরখাস্ত ২৯ অক্টোবর, ১৯৬৪ বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। রুটের নাম এবং প্রতিদিনের জন্য ট্রিপের সংখ্যা যথাক্রমে :

(ক) ডোমকল-বক্সপুর—দুই ;

(খ) নবগ্রাম হইয়া রাধারঘাট-মোড়গ্রাম—এক ;

(গ) কান্দী হইয়া পাঁচথুপি-বেলগ্রাম—এক।

প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্ত ফি বাবত জমা দেওয়া পাঁচ টাকার ট্রেজারি চালান এবং মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের অফিসে প্রাপ্তব্য ফরমে ডিক্লারেশন থাকা চাই। অন্যথায় কোনও দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

ফ্যান

॥ সু-মো-দে ॥

বলে সকলেই—"কেন 'ফ্যান নেই
ঘরে 'ফ্যান' কর ভাই" ?
বিনয়ে তাদেরে আমি বলি হেসে—
"ফ্যান পেলে এবে খাই" !

চালের অভাবে মরে আপামর
আকাশচুম্বী খুব চড়া দর,
হাততালি দিলে হয়নাতো 'ফ্যান'
দেশে নাকি চাল নাই !

ভাতের বদলে 'রুটি' 'আটা' খায়
দুগ্ধের স্বাদ ঘোলেতে মিটায়,
অনেকের 'গম' দু'বেলা আহার
পেট-ফুলে আইঢাই !

যেন দশভুজার পূজার আগেই
'পটল তুলে' মা যাই !

'ফ্যানের বাতাস' বা 'ভাতের ফ্যান'
আর খেতে নাহি চাই !!

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায় ;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায় ?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে !
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজের শুভ উদ্বোধন

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজের উদ্বোধন গণতান্ত্রিক শাসন কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যাপারে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

এই রাজ্যে এ কাজ শুরু হয়েছিল সাত বছর আগে যখন পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৪৯টি গ্রামসভার অর্থাৎ ৭৫০—১৫০০ জন অধ্যুষিত ছোট ছোট অঞ্চলের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী গুপ্ত ব্যালটপ্রথায় নিজ নিজ অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের কাজ আরম্ভ করেন। পূর্ণ পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সংস্থাগুলির সংখ্যা হবে—১৯৬৪৯টি গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ২৯২৫টি অঞ্চলপঞ্চায়েৎ, ৩২৫টি আঞ্চলিক পরিষদ, ২৯২৫টি ন্যায় পঞ্চায়েৎ এবং সর্বোপরি ১৫টি জেলা পরিষদ। এই সংস্থাগুলির কর্তব্য এবং দায়িত্ব কর আদায় এবং ন্যায় বিচার থেকে আরম্ভ করে সর্বপ্রকার উন্নয়ন কার্য।

রাষ্ট্রপতির বাণী

আগামী ২রা অক্টোবর থেকে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। এর ফলে দেশের গণতন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ়তর হবে, জনসাধারণ নিজেদের কাজকর্মে নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হওয়ায় প্রশাসন ব্যবস্থা ও জনগণের মধ্যে যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ঘটে তার মীমাংসার সহায়তা হবে।

আমি সর্বান্তঃকরণে এই পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করি।

(ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন)

সমৃদ্ধির পথে সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

WBF-I-69

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

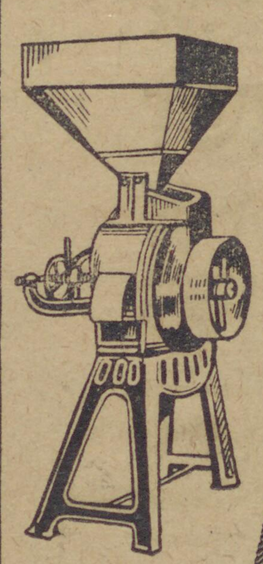

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

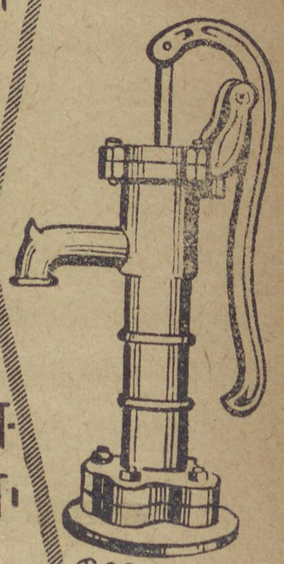

বিক্রেতা:-

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)